দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 NOV 2008

এসএসসির ফরম পূরণ ও কোচিংয়ের না অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে স্কুলগুলে

॥ নিজামুল হক ॥

এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কোচিং ফি এবং ফরম পূরণের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের ঘটনা ঘটেছে এবারও। গতবারের মতোই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মন্ত্রণালয় নির্বিকার

গতবার ফরম ফিলাপের সময় অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হলে সরকারি নিয়ম ভাঙ্গার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছিল শিক্ষা বোর্ডগুলো। কিন্তু একবছর পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা শাখার এক ক ইত্তেফাককে জানান, গতবার ক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থ অ প্রমাণ পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া সুপারিশ করা হ এছাড়া প্রতিষ্ঠানগু নির্দেশ দেয়া হ ফরম ফিলাপের সময় অতিরিক্ত ফি আ করতে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমলে নেয়নি। শিক্ষা বোর্ডের ঐ ব জানান, অভিযুক্ত বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নেয়ার ক্ষমতা (১৫শ পৃঃ ৭-এর ক

এসএসসির ফরম পূরণ

(১৬শ পৃঃ পর)

রয়েছে একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফোন ফাইল পাঠালে সেটি আর ফেরত আসে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, ঘটনা নজরদারির লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি তদন্ত করে সত্যতা পেলে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ পাঠাবে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, এবার বোর্ড থেকে নির্ধারিত টাকার কয়েকগুণ টাকা বেশি নেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে। পাশাপাশি স্কুলের অভ্যন্তরে কোচিংয়ের নামে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায় করা হচ্ছে কয়েক হাজার টাকা করে। স্কুল সময়ের মধ্যেই কোচিং ক্লাস নিয়ে শিক্ষকদের দেয়া হচ্ছে মোটা অংকের টাকা। প্রধান শিক্ষক কোচিং না দিয়েই পাচ্ছেন একই পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি টাকা।

বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসির ফরম ফিলাপের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত ফি হচ্ছে ১ হাজার ১০৫ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য ১ হাজার ৩০ টাকা। কিন্তু রাজধানীর মনিপুর স্কুলে এবার ফরম ফিলাপের নামে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫ হাজার ৮৩০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া কোচিংয়ের নামে প্রতি আদায় করা হচ্ছে প্রতি মাসে ১২০০ টাকা করে। তবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আহ্বাদ আলী জানান, বোর্ডের নির্ধারিত ফিই নেয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমরা মার্চ মাস পর্যন্ত বেতন ও সেশন চার্জ নিচ্ছি। এ কারণে টাকার অংক বেড়ে গেছে। রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন স্কুলে নেয়া হয়েছে চার হাজার টাকা করে। এভাবে রাজধানীর উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, রূপনগর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজসহ দেশের বেশিরভাগ স্কুলেই আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা।